



Wilkinson-এর বাজারের অংশ

1960 থেকে 1970-এর দশক জুড়ে দাড়ি কামানোর বাজার তখনও মূলত সাবেকি ব্লেডেই সীমাবদ্ধ ছিল, আর প্রত্যেক নির্মাতা নিজের সাধ্যমতো সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করত।

শিল্পটা প্রোপাগান্ডা থেকে সরে এসেছিল প্ররোচনায়, তারপর ঢুকেছিল এমন এক জিনিসে, যাকে ফরমায়েশি নকল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। প্রতিটি কোম্পানি মেনে চলত একই অলিখিত নিয়ম।

একটামাত্র পণ্য আরও বেশি বেচতে চাইলে মার্কেটিং সব সময় একই সমাধান বাতলে দিত:

পোশাক বদলাও। নাম বদলাও। শরীর একই থাকে।

তবু কখনও কখনও ত্রুতাদের সঙ্গে আবেগের বাঁধন গড়তে একটামাত্র শব্দই যথেষ্ট হত।

Bolzano Blade-এর বেলায় ঠিক তা-ই ঘটেছিল।

বোলৎসানো ইস্পাত কারখানা ব্লেড বানাতে শুরু করেছিল Falco Blade নামে, যা পরে হয়ে ওঠে বিখ্যাত Bolzano Blade।

মাসে 20 লাখ ব্লেড তৈরি করত 350 জন কর্মী, যাদের বেশির ভাগই নারী। আর সেটা কাকতালীয় ছিল না।

একটা রাজনৈতিক তথ্যও আছে, যার উল্লেখ কদাচিৎ হয়।

কারখানাটা বসানো হয়েছিল মুসোলিনি সরকারের সরাসরি এক নীতি মেনে — বোলৎসানোতে শিল্পের বিকাশে উৎসাহ দিতে আর দক্ষিণ টিরোলের ইতালীয়করণ এগিয়ে নিতে; ভূখণ্ডটা মহাযুদ্ধের পর হাতে এসেছিল, কিন্তু সেখানে বাস করত মূলত জার্মানভাষী জনগোষ্ঠী।

Bolzano Blade তাই নিছক একটা শিল্পপণ্য ছিল না।

ছিল জাতীয় পরিচয়ের একটা হাতিয়ারও।

বিজ্ঞাপনের স্লোগানে ব্যাখ্যার অবকাশ বিশেষ ছিল না:

“Bolzano Blade, দাড়ি কামাও ইতালীয় কায়দায়।”

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক জোয়ার ব্র্যান্ডটার জন্যও জোয়ার হয়ে এল। Bolzano হয়ে উঠল ইতালির গণভোগের অন্যতম প্রতীক।

তারপর এল সত্তরের দশক।

এসে গেল ব্যবহার করে ফেলে দেওয়ার রেজর।

শুরু হল পতন।

ব্র্যান্ডটা মানিয়ে নিতে হিমশিম খাচ্ছিল; শেষে একটা অন্তিম চেষ্টা করা হল।

এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি সগর্বে ঘোষণা করল:

“BOLZANO BLADE লন্ডনের Wilkinson Sword-এর অফিশিয়াল সরবরাহকারী।”

ইতালীয় সাংবাদিকেরা ঘোষণাটার খবর করতে ছুটে এলেন।

এ ছিল এমন এক বোমা, যা ফাটল যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে।

ফল ফলল সঙ্গে সঙ্গেই।

এক সাংবাদিক, একজন মহিলা, সাক্ষাৎকারটা নিলেন অসাধারণ দক্ষতায়।

যত্ন করে জমি তৈরি করে নিয়ে তিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে জিজ্ঞেস করলেন:

“আপনারা যত ব্লড বেচেন বলে দাবি করছেন, সেই সংখ্যায় কি ছুরিও ধরা আছে?”

কর্তাটি হতবাক।

“এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?”

সাংবাদিক জবাব দিলেন:

“যাতে তারই একটা দিয়ে আপনি কেটে সাফ করতে পারেন এই যত আবোলতাবোল, যা আমাদের শোনাচ্ছেন।”

ঘরসুদ্ধ লোক হাসিতে ফেটে পড়ল।

Wilkinson কখনও জবাব দেয়নি।

যেমনটা তার ধরন।

অভিজাত বংশের এক সম্ভ্রান্ত মাসি, যিনি ইতালীয়দের না খাওয়াই পছন্দ করেন — শ্রেফ পরে তাদের হজম করতে হবে না বলে।

আজ সেই বিরাট শিল্প-অভিযানের সামান্যই টিকে আছে।

একটা গোলচত্বর।

একটা সাইনবোর্ড।

কয়েকটা ফিকে হয়ে আসা স্মৃতি।

আর সেই আবোলতাবোল, যার প্রতি ইতালীয়রা — সবার আগে আমি নিজে — আজও সগর্বে অনুরক্ত।

UK হয়ে
ফের্দিনান্দো